দৈনিক ইনকিলাব

23 APR 2007

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আলাদা সময়সূচী ও ছুটি নির্ধারণ জরুরী

নেত্রকোনার শিক্ষার্থীরা বর্ষা মৌসুমে স্কুলে যায় ঝুঁকি নিয়ে

নেত্রকোনা জেলা সংবাদদাতা

সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস হয়। শিশুদের জন্য একই সময়সূচি কিন্তু এ সময়ে অনেক শিশু স্কুলে যেতে পারে না। ফলে প্রতিবছরই স্কুল থেকে ঝরে পড়ে যাচ্ছে অনেক শিশু। সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই প্রদান এবং ৪০% শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করেও সকল শিক্ষার্থীকে সারাবছর স্কুলে উপস্থিত করা যাচ্ছে না। নেত্রকোনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের জুন ২০০৬ মাসের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ভর্তির হার ৯৪%, উপস্থিতির হার ৭৮% এবং ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর ৩১% ঝরে পড়েছে জুন মাসের মধ্যেই। অনমনীয় বাৎসরিক স্কুল সময়-ক্যালেন্ডার ও স্কুল রুটিনের কারণে। বর্ষার সময় শিক্ষার্থীরা ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে যাওয়া-আসা করে। সময়সূচী পরিবর্তনের জন্য স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি ও কমনওয়েলথ এডুকেশন ফান্ডের সহায়তায় প্রাথমিক শিক্ষা এডভোকেসি গ্রুপ নমনীয় স্কুল সময়-ক্যালেন্ডার ও ছুটি নির্ধারণ করার দাবীতে বিভিন্ন কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে।

নেত্রকোনার জনজীবন প্রধানত কৃষির ওপর নির্ভরশীল বলে কৃষিজীবী মানুষের সংখ্যাই এখানে সবচেয়ে বেশী। এ অঞ্চলে চাষ হয় বিপুল পরিমাণ ধান। বছরের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাসে শিশুরা নতুন সব বই হাতে পায় না, ইরি ধান রোপণ প্রক্রিয়ায় জমি তৈরীর কাজে অংশগ্রহণ (জমি পরিষ্কার করা, চারা ধান গাছ উত্তোলন, জমিতে সেচ দেয়া, সেচের মেশিন চালনায় সহায়তা করা), সবজি চাষে এবং তা বাজারে বিক্রি করায় সহায়তা, জ্বালানি (গাছের ঝরে পড়া পাতা ও ডাল) সংগ্রহ, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে বেড়াতে যায়। এপ্রিল-মে মাসে অতিবৃষ্টি, ইরি ধান কাটা ও তা প্রক্রিয়াজাতকরণে সহায়তা করা, আগাম বন্যা, সংক্রামক রোগ বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব (সর্দি-জ্বর), তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় স্কুলে শিক্ষার্থী উপস্থিতি কম হয়।

জুলাই, আগস্ট মাসে আমন ধান রোপণ প্রক্রিয়ায় জমি তৈরীর কাজে অংশগ্রহণ, জমিতে হালচাষে সহায়তা, জমির আগাছা পরিষ্কার করা, চারা ধান গাছ উত্তোলন, চারা রোপণ- এ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে সহায়তা, মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত থাকা, বন্যাজনিত কারণে এ সময় স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি হ্রাস পায় এবং মারাত্মক বন্যার কারণে স্কুল বন্ধ থাকে। বর্ষার সময় মেয়ে শিশুদের স্কুলে পাঠাতে আগ্রহ বোধ করে না অনেক অভিভাবক।

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে শিশুরা আমন ধান কাটা ও তা প্রক্রিয়াজাতকরণে সহায়তা, সবজি চাষ ও রবিশস্যের জন্য জমি তৈরীতে সহায়তা, জমিতে পড়ে থাকা আমন ধান (ছিটা) সংগ্রহ করতে এবং মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত থাকে। উপরোক্ত কাজে গ্রামের স্কুলগুলোর অধিকাংশ শিক্ষক কম-বেশী জড়িত থাকেন। কৃষিকাজে জড়িত শিক্ষকবৃন্দ সময়মতো স্কুলে আসতে পারেন না। নেত্রকোনা হাওর এলাকা তাই বর্ষার সময় হাওরবেষ্টিত মদন, মোহনগঞ্জ, কলমাকান্দা, খালিয়াজুরি, আটপাড়া (আংশিক), সদর (আংশিক) উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে। ফলে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে পারে না শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

এ প্রসঙ্গে মদন উপজেলার বাজতলা গোবিন্দশ্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী রোজিনা আক্তার ও কামরুজ্জামান এবং নায়েকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মনি আক্তার ও মেহেদী হাসান বলে, ফসল (ধান) কাটার সময় শিশুরা অভিভাবকদের কাজে সহায়তা করে। শিক্ষকবৃন্দও এ সময় ধান কাটার কাজে ব্যস্ত থাকেন। বর্ষার সময় স্কুলে আসা-যাওয়া করতে খুবই সমস্যা হয়। কলমাকান্দা উপজেলার পোগলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী রুবেল মন্ডল ও তানজিলা আক্তার, চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী বিক্রম খান ও সালমা আক্তার এবং তৃতীয় শ্রেণীর নেত্রী আক্তার ও আফজাল হোসেন বলে, বর্ষার সময় নৌকা বা ভেলায় করে স্কুলে যেতে হয়। ধান কাটার সময় মাঠে ধান সংগ্রহের কাজে শিশুরা ব্যস্ত থাকে।

এরপর রয়েছে শিক্ষার বাইরে বিভিন্ন কাজে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ। টিকাদান, আদম শুমারী, কৃষি শুমারী, নির্বাচনী কাজ (ভোটার তালিকা তৈরী ও ভোট গ্রহণ) ইত্যাদিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ করতে হয়। শিক্ষকবৃন্দ এ সময় ক্লাস করাতে পারেন না। এছাড়া রয়েছে শিক্ষক সংকট, শিক্ষার্থী অনুপাতে কম শিক্ষক। নেই বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক। নেই কোন সাপোর্ট স্টাফ। গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে শিক্ষকবৃন্দ থাকতে চান না। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো এমন স্কুলে শিক্ষকতা করতে আগ্রহী সকলেই চেষ্টা করেন নিজের পছন্দ মাফিক স্কুলে পোস্টিং নিতে। ফলে খালি হয়ে যায় গ্রামের স্কুলগুলো। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না বলে এসকল স্কুলে শূন্যপদ পূরণে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। নেত্রকোনা পৌর এলাকাতে এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে শিক্ষক সংখ্যা শিক্ষার্থীদের অনুপাতে অত্যন্ত বেশী। অথচ বছরের পর বছর গ্রামের স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিবছর শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়লেও নেত্রকোনা জেলার ৬২৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৭৪টিতে ৫টি শ্রেণীর জন্য তিনটি করে শিক্ষক পদ চালু রয়েছে।

দাবী উঠেছে, নেত্রকোনায় কমিউনিটির মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানীয় ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য-আবহাওয়া বিবেচনায় স্থানীয়ভাবে বাৎসরিক স্কুল সময়-ক্যালেন্ডার এবং ছুটি নির্ধারণ করা, উপজেলাভিত্তিক স্কুল রুটিন তৈরি করা, ইরি-বোরো মৌসুমে স্কুল সময় পরিবর্তন করা, ধান কাটার সময় স্কুল ১১টায় শুরু করা, গ্রীষ্মকালীন ছুটির কোন প্রয়োজন নেই, এই সময়টা বর্ষার সময় বা ধান কাটার সময় ব্যবহার করা, শিক্ষক পদ বৃদ্ধি (একটি স্কুলে সর্বনিম্ন ৬টি পদ), অবকাঠামো বৃদ্ধি (একটি স্কুলে সর্বনিম্ন ৬টি কক্ষ) এবং উন্নয়ন করা, প্রতি ৩০ শিক্ষার্থীর জন্য একজন করে শিক্ষক নিয়োগ, বার্ষিক পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসের ৩য় সপ্তাহে নেয়ার।

জানা গেছে, স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি ও কমনওয়েলথ এডুকেশন ফান্ডের সহায়তায় প্রাথমিক শিক্ষা এডভোকেসি গ্রুপ উপরিউক্ত দাবীনামা জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীর মহাপরিচালক, নেত্রকোনার জেলা প্রশাসক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করে পেশ করেছে। নেত্রকোনা জেলার দুর্গম উপজেলা খালিয়াজুরিতে নমনীয় স্কুল সময়-ক্যালেন্ডার চালু করার ব্যাপারে কর্মকর্তাবৃন্দ আশ্বাস দিয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষা এডভোকেসি গ্রুপ ভবিষ্যতে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা ও নীতিনির্ধারকদের সাথে সাক্ষাৎ করার পরিকল্পনা করেছে।